দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 2009

জামায়াত-শিবির ও বিশেষ চক্র কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসে ষড়যন্ত্র করছে

কওমী ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের সমাবেশে-নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের কওমী মাদ্রাসা নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। কওমী মাদ্রাসার সাথে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। জামায়াত-শিবির ও একটি বিশেষ চক্র কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। জামায়াতের দালাল আর কওমী মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্কহীন দালালদের পরিহার করতে হবে। জামায়াত-মওদুদী ফেৎনা মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলে সকল সমস্যার সমাধান হবে। গতকাল বাদ আসর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে জামায়াতীদের ষড়যন্ত্র, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি প্রদান ও ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের

পৃঃ ১৫ কঃ ৮

জামায়াত-শিবির ও

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বিচারের দাবিতে কওমী ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিলে বাংলার মাটিতে মদিনার ইসলাম কায়েম হবে। আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সদস্য সচিব মাওলানা সৈয়দ ওয়াহীদুযযামান, জামিয়াতুল সাহাবার প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমীন খান, সম্মিলিত ইসলামী জোটের চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব শায়খুল হাদিস মাওলানা মনিরুজ্জামান রব্বানী, ড. মাওলানা মোশতাক আহমদ, মাওলানা জহিরুল হক, শায়খুল হাদিস হাফেজ ইয়াহইয়া মাহমুদ। সমাবেশে প্রস্তাবাবলী পাঠ করেন ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব এডভোকেট নুরুল ইসলাম খান।

আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী বলেন, আইনমন্ত্রী কওমী মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গীবাদের প্রজনন কেন্দ্র বলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ঢালাওভাবে কওমী মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে অপপ্রচার করার কারো অধিকার নেই। কওমী মাদ্রাসায় জঙ্গীবাদের আখড়ার প্রশ্নই উঠে না। ভোলার গ্রীন ক্রিসেন্ট-এর মালিক মামুন জামায়াতের সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাই, শায়েখ আঃ রহমানও জামায়াতের সঙ্গে জড়িত ছিল। জামায়াত ধর্মের ছদ্মাবরণে ক্ষমতায় যাওয়ার চক্রান্ত করছে। তিনি অতিউৎসাহী পুলিশদের অহেতুক কওমী মাদ্রাসাগুলোতে অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, কোন শক্তিই কওমী মাদ্রাসা এদেশ থেকে মুছে ফেলার সাহস পাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বলেন, কওমী মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও শত শত কওমী মাদ্রাসা চালু রয়েছে। সেসব দেশের মাদ্রাসায় জঙ্গীবাদের কোন গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদেশের মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গীবাদের গন্ধ খুঁজে কোন লাভ হবে না। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন সব সময়ের জন্যই আধুনিক। কুরআন-হাদিসকে আধুনিকায়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তন এদেশের ইসলামী জনতা মেনে নেবে না।

তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসা নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। জামায়াত-শিবির চক্র কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। জামায়াতের দালাল আর মাদ্রাসার সাথে সম্পর্কহীন দালালদের পরিহার করতে হবে।